



154219 - কসম বা মানতকে যদি আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়

প্রশ্ন

চার বছর আগে আমি মানত করছিলাম। আমার মানতটাকে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করে বলছিলাম: ‘আল্লাহর কসম! ইনশা-আল্লাহ আমি চাকুরি পলে এক মাসের বতেন দান করব’। এখন আমার করণীয় কী? চাকুরি পাওয়ার পর আমার বতেন যত ছিল তার চাইতে এখন বড়ে গিয়েছে। যদি দান করতই হয় তাহলে চাকুরি পাওয়ার পর আমার বতেন যত ছিল সটো অনুযায়ী দান করব? নাকি আমার বর্তমান বতেন অনুযায়ী দান করব? যদি আমার উপর দান করা আবশ্যিক হয় এবং আমি এ বছর আমার পরিবারসহ হজ্জ করতে চাই তাহলে কোন কাজটা প্রাধান্য পাবে? আমি কি আগে মানত পূরণ করব; নাকি হজ্জ করব? উল্লেখ্য, আমার কাছে নিজের ও পরিবারের হজ্জ করার মত সম্পদ আছে; কিন্তু হজ্জ ও মানত উভয়টা সম্পন্ন করার জন্য সবে সম্পদ যথেষ্ট নয়। আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সম্মান জানাচ্ছি। আল্লাহ আপনাদের হাফেযত ও তত্ত্বাবধান করুন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আপনি যে কথাটা বলছেন: ‘আল্লাহর কসম! ইনশা-আল্লাহ আমি চাকুরি পলে এক মাসের বতেন দান করব’ সটো কসমের অন্তর্ভুক্ত; মানত নয়। কসমকারী কসমের সাথে আল্লাহর ইচ্ছাকে সম্পৃক্ত করলে তার কসম ভঙ্গ হবে না এবং তার উপর কাফ্ফারাও আবশ্যিক হবে না। মানতের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আপনি যদি দান না করেন তাহলে আপনার উপর কিছু আবশ্যিক হবে না।

‘যাদুল মুস্তাকনি’ প্রণতো বলেন: ‘কটে যদি কাফ্ফারা পরিশোধযোগ্য কসমের ক্ষেত্রে ইনশা-আল্লাহ বলে— তার কসম ভঙ্গ হবে না।’

শাইখ ইবন উসাইমীন এর ব্যাখ্যায় বলেন: ‘তার বক্তব্যে ‘কাফ্ফারা পরিশোধযোগ্য কসম’ বলতে উদ্দেশ্য এমন কসম যটোতে কাফ্ফারা প্রবশে করে। যমেন: আল্লাহর নামে কসম করা, মানত করা ও যহির করা। এই তিনটি বিষয়ই প্রত্যেকেটতে কাফ্ফারা আছে। তালাক ও দাসমুক্তি এর বাইরে থাকল। যহেতে এই দুটতে কাফ্ফারা নহে।

কাফ্ফারা পরিশোধযোগ্য কসমে কটে যদি বলে: ‘ইনশা-আল্লাহ’ তাহলে তার কসম ভঙ্গ হবে না; অর্থাৎ তার উপর কাফ্ফারা আবশ্যিক হবে না, যদিও সবে যে বিষয়ই শপথ করছিল তার বিপরীত কিছু করে।



আল্লাহর নামে কসম করার উদাহরণ হলো: ‘আল্লাহর কসম! আমি এই জামা পরব না ইনশা-আল্লাহ।’ তারপর সবে এই জামা পরল। এমন অবস্থায় তার উপর কোনো কিছু আবশ্যিক হবে না। কারণ সবে বলছে: ইনশা-আল্লাহ। যদি সবে বলত: আল্লাহর কসম! আমি আজ এই জামা পরব, ইনশা-আল্লাহ। তারপর সবে এই জামা পরার আগে সূর্য ডুবে গলে। তার উপর কিছু আবশ্যিক হবে না।

এর পক্ষে দলীল হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, তিনি বলেন: “কউে যদি শপথ করে এবং শপথে ‘ইনশা-আল্লাহ’ (আল্লাহ চান তো) বলে, তাহলে তার শপথ ভঙ্গ হবে না।” ...

মানতের উদাহরণ হলো: কউে যদি বলে: ‘আল্লাহ যদি আমার রোগীকে সুস্থ করে দেন, তাহলে আমার দায়ত্বে আল্লাহর জন্য একটা মানত রয়েছে, ইনশা-আল্লাহ।’ এমন অবস্থায় সবে যদি মানত পূরণ না করে— তাতে সমস্যা নহে। অনুরূপভাবে কউে যদি বলে: আল্লাহর জন্য আমার দায়ত্বে একটা মানত রয়েছে যবে— আমি ঐ মানুষটার সাথে কোনো কথা বলব না, ইনশা-আল্লাহ। তারপর তার সাথে কথা বললে তার উপর কিছু আবশ্যিক হবে না।”[আশ-শারহুল মুমত্ি (১৫/১৩৯) থেকে সমাপ্ত]

তিনি আরও বলেন: “মানতকে যদি আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করে কউে বলে: আল্লাহর জন্য আমার দায়ত্বে মানত রয়েছে যবে আমি ইনশা-আল্লাহ অমুক কাজ করব:

তাহলে যবে মানতের হুকুম কসমের হুকুম সটোতে তার কসম ভঙ্গ হবে না।

আর মানতটি যদি কোন ইবাদত পালন করা শ্রণীয় হয় তাহলে আমরা দেখব: যদি এতে ইবাদতটিকে তার ঝুলিয়ে রাখার উদ্দেশ্য হয় তাহলে তার উপর কিছু আবশ্যিক হবে না। যদি তার দৃঢ়ভাবে করার কথিবা বরকত পাওয়ার উদ্দেশ্য হয় তাহলে তার উপর সেই ইবাদত পালন করা আবশ্যিক হবে। এটা তার নয়িতরে উপর নরিভর করবে।”[আশ-শারহুল মুমত্ি (১৫/২২১) থেকে সমাপ্ত]

যবে মানতের হুকুম কসমের হুকুম সটো হলো: এমন মানত যার দ্বারা কোনো কিছুকে সত্য়ান করা বা মথিয়া প্রতপিন্ন করা উদ্দেশ্য কথিবা কোনো কিছু থেকে নিষিধে করা বা উৎসাহ প্রদান করা উদ্দেশ্য। এই মানতকে ঝগড়া ও ক্রোধের মানতও বলা হয়।

ইবাদতের মানতকে যদি আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়, তাহলে দেখতে হবে মানতকারী ক্ি (মনে মনে) তার মানতকে আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত করেছে কনি। যদি এমনটা করে থাকে তাহলে কোনো কিছু আবশ্যিক হবে না। আর যদি তার ‘ইনশা-আল্লাহ’ কথা দ্বারা শুধু বরকত লাভ কথিবা নিজের কথাকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে মানত পূরণ করা আবশ্যিক হবে।

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যবে আপন যিবে কথাটা বলছেন সটো কসমের বক্তব্য; মানতের না। সুতরাং আপনার কসম ভঙ্গ



হবে না এবং কোনও কিছু আবশ্যক হবে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।